OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 357 - 366
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের স্বদেশি রূপান্তর

শারমিন আক্তার
প্রভাষক (বাংলা), ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স এন্ড হিউম্যানিটিস
বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বাইউস্ট), কুমিল্লা, বাংলাদেশ
Email ID: sharmin.scnhum@baiust.ac.bd
0009-0006-4412-2810

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Munier Chowdhury, Theatrical Literature, Modernization, Eastern influence, Western influence, Indigenous Reformation, Language Movement, Political Context, One-Act Play.

Abstract

As Bangladeshi theatre has advanced, many prominent and creative dramatists have emerged. One of the important and influential dramatists was Munier Choudhury (1925-1971) whose plays show a significant connection between new ideas and present scenarios. During his writing career, which lasted almost thirty years (1942–1971), he mostly wrote one-act plays, original works, and translations. His artistic work is not limited to a single field; it is multidimensional. Instead, the themes, language, and characters of his plays are closely related to the political and social realities of his time. More specifically, the tense environment of the Language Movement, the effects of communal riots, and the turbulent period of the Liberation War greatly influenced his dramatic works. Apart from these issues, another major element of his plays is the influence of Eastern traditions and Western dramatic culture. Munier Choudhury's 'Kobor', written in 1953 and published in 1966, is a well-known drama that established his position as a major figure in Bengali writing. It is based in the context of the historic Language Movement. The main aim of this research is to identify the outcomes of Eastern and Western theatrical practices in 'Kobor' and to evaluate their progression into a uniquely native style. The study centers on the primary narrative and structure, depiction of the characters, and the influence of Eastern and Western cultural effects reflected in the language and discourse of the play rather than simply concentrating upon the historical background of the Language Movement. The research studies how 'Kobor' relates to many aspects of Eastern and Western theatrical culture, especially their national interpretations. To build a strong conceptual framework, this research examines the effects of Western realism, expressionism, absurdist drama and epic theatre. The research indicates that motivated by Eastern and Western dramatic works, he did not simply copy or reproduce them. Furthermore, he applied an indigenous perspective to artistically reconfigure these influences, portraying this subject matter through well-known local regions, people, and language and dialogue deeply

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

embedded in Bengali culture. Therefore, although elements of different Eastern and Western dramatic cultures are visible in the structure and form of 'Kobor', the fundamental awareness is deeply connected to the cultural and social dynamics of Bengal. To investigate these parts, this study uses a qualitative research methodology, including textual and comparative study. The study hopes to bring knowledge of the modernization of Bengali dramatic literature and the dramatic ideas of Munier Chowdhury.

Discussion

১

বাংলাদেশের সাহিত্য সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে যার রচিত সাহিত্যকর্ম শৈল্পিক দিক থেকে সফল ও কালোত্তীর্ণ তিনি আর কেউ নয় বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ প্রতীম বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)। রচনার বিষয়বস্তু, গঠনপ্রক্রিয়া, ভাষা-সৌকর্য, উপস্থাপনরীতি তথা জীবন-অভিজ্ঞতার দিক থেকে বাংলা নাট্য-সাহিত্য ধারায় মুনীর চৌধুরী একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাম। তিনি ঐতিহাসিক কাহিনি নিয়ে অনেক নাটক ও একাঙ্কিকা লিখেছেন। তার মধ্যে 'কবর' নাটকটি সর্বোৎকৃষ্ট। পূর্ণাঙ্গ নাটক অপেক্ষা তিনি এই একাঙ্কিকার জন্য সবিশেষ পরিচয় লাভ করেছেন। বিষয়ের নতুনত্ব ও উপস্থাপনরীতির কারণেই সম্ভবত এটির প্রচার ও প্রসার অসামান্য। তিনি তাঁর অনেক নাটকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রয়োগ করেছেন। তবে 'কবর' নাটকে সেই প্রভাবটুকুই তিনি কতটুকু তুলে ধরলেন? এই প্রভাব সম্পূর্ণ নাকি আংশিক? এই প্রভাবে স্বদেশি রূপান্তরের মাত্রা কতটা বিদ্যমান? এসকল জিজ্ঞাসার ধারাবাহিক আলোচনা ও বিশ্লেষণই সমাধানের পথ নির্দেশ করবে। এই নাটকে পূর্বে প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে খুব সীমিত পরিসরে কাজ হলেও বিস্তৃত পরিসরে এবং স্বদেশি স্পর্শে এই প্রভাব সম্পর্কিত কাজ এখন অব্দি পাওয়া যায়নি। উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের স্বদেশি রূপান্তরকে পাঠ-বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ের যে নাট্যধারা তাতে সর্বাধিক সংখ্যায় লিখিত হয়েছে একাঙ্ক নাটক। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা ভাষায় সুগভীর জীবনবোধকে কেন্দ্র করে রচিত হতে থাকে বহু একাঙ্ক নাটক। এসময়ের প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনা করেন মন্মথ রায়। তাঁর রচিত 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) একাঙ্কিকাটি প্রথম সার্থক একাঙ্কিকা হিসেবে পরিচিত। মুনীর চৌধুরীর নাট্যচর্চার কাল প্রায় ১৯৪২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে আমাদের নাট্যশিল্প নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন ছিল। সমাজের রক্ষণশীল ধারা ও পশ্চাৎপদতা থেকে বাংলা নাট্যশিল্প মুক্তিতে মুনীর চৌধুরী ছিলেন সমসাময়িক অন্যদের তুলনায় অধিক সক্রিয়। মুনীর চৌধুরীর নাট্যধারায় মুগ্ধ মমতাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, -

> "বাংলা নাটক পাঠের আনন্দবোধ আমার জাগতই না, যদি না তিনি বাংলা নাটকের ক্ষুদ্র, সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর নাট্য ঘটনাগুলো আমার দৃষ্টির মধ্যে এনে দিতেন। তিনিই আমাদের স্বদেশি ও বিদেশি নাট্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন করেছেন। ... আমি নাটক বানাতে বসে বারবার মুনীর চৌধুরীর কাছে উপস্থিত হই।" (উদ্ধৃত, মমতাজউদ্দীন আহমদ, ১৯৯৬)

মমতাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্য থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, মুনীর চৌধুরীর কেবল স্বদেশি নাটক সম্পর্কেই নয় বরং বিদেশি নাট্য সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। তিনি অনূদিত নাটকগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর এই দক্ষতা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন সুচারুরূপে।

নাটকের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী সমসাময়িক ও নিজের বাস্তবিক জীবন অভিজ্ঞতাপুষ্ট কাহিনিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি পূর্ববর্তী যেকোনো ঘটনা থেকে নিজের কাহিনি নির্বাচন করতে গিয়ে বারবার তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সমকালের চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ ও মানসিকতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয়েও হাস্য-রসাত্মক সংলাপের সংযোগ তার সাহিত্যকর্মকে করেছে পরিবর্তিত সমাজ-পাঠকের মনোপযোগী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মুনীর চৌধুরীর নাট্য সাহিত্যে রয়েছে বৈচিত্র্যের সমাহার। তাঁর নাট্য সাহিত্যকর্মকে শ্রেণিকরণ করা যায় অনেকটা নিম্নোক্ত পর্যায়ে -

- একাঙ্কিকা: 'নষ্ট ছেলে', 'মানুষ', 'কবর', 'পলাশী ব্যারাক', 'ফিট কলাম', 'দণ্ড', 'দণ্ডকারণ্য' ইত্যাদি।
- পূর্ণাঙ্গ নাটক: 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি'।
- অনূদিত নাটক: 'রূপার কোটা' ('The silver box'), 'কেউ কিছু বলতে পারে না' ('You never can tell'), 'মুখরা রমণী বশীকরণ' ('The taming of the shrew') ইত্যাদি।

ঢাকা বেতারকেন্দ্রের জন্যও তিনি প্রচুর শ্রুতি নাটক লিখেছেন যদিও সেগুলো কালপরিক্রমায় বিলুপ্ত। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল কেবল তাঁর একাঙ্কিকা নাটকগুলোর মাঝে 'কবর' নাটকটির সমস্ত আঙ্গিক পর্যবেক্ষণপূর্বক এর ভেতরে বিদ্যমান প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাবকে লেখক স্বদেশি ধাঁচে কীভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন তা উদ্ধার করা।

'কবর' নাটক রচনার লক্ষ্য : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে কবর নাটক। নাটকটি ১৯৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি রচিত হলেও সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে, সংবাদ এর বিশেষ সংখ্যায়। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে শাহীন বুক ক্লাব থেকে 'কবর' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় যেখানে 'মানুষ' ও 'নষ্ট ছেলে' নাটিকাও ছিল। এই নাটক রচনার পেছনের লক্ষ্য না জানলে নাটকটির গুরুত্ব হ্রাস পাবে। 'কবর' নাটক রচনাকালীন সময়ে মুনীর চৌধুরী ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। রাজবন্দী দশায় যখন দিনগুলো কাটছিল ঠিক তখনই আরেক রাজবন্দী রণেশ দাশগুপ্ত মুনীর চৌধুরীকে একটি নাটক রচনার অনুরোধ জানান যেটা জেলখানায় মঞ্চস্থ করা সম্ভব। গোপনভাবে পাঠানো এক চিঠির মাধ্যমে রণেশ দাশগুপ্ত মুনীর চৌধুরীকে বলেন -

> "একুশে ফেব্রুয়ারীতে অভিনয় করা যায় এধরনের নাটক লিখবে। মনে রাখবে রাত ১০টার পর জেলের বাতি নিভিয়ে দেবে। লণ্ঠনের আলোতে যেন নাটকটি করা চলে আর মেয়ে চরিত্র এমনভাবে থাকে, যেন পুরুষদের দ্বারা তা অভিনয় করা চলে।" (আ ন ম গোলাম মোস্তফা, ২০২৫: ৯৩-১০১)

রণেশ দাশগুপ্তের চিঠি পাওয়ার পর তাঁর অনুরোধ বিবেচনায় ও মুনীর চৌধুরী স্বপ্রণোদনায় 'কবর' নাটকটি লিখেছেন। তিনি এই নাটক রচনা করতে গিয়ে স্মৃতিচারণে এই নাটক রচনার সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরও বলতে চেয়েছেন যে, অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতার জন্যেই মূলত এই নাটকটির আঙ্গিকে অভিনবত্ব আনতে হয়েছে তাকে।

তবে এই নাটক কেবল অনুরোধের ঢেঁকি গেলার মতো কাজ ছিল না। নিছক অনুরোধের কাজ হলে একটা নাটক এতোটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কোনোভাবেই সক্ষম হত না। মুনীর চৌধুরীর তীব্র স্পৃহা ও প্রেরণাশক্তির ফলাফল স্বরূপই এমন এক কালজয়ী নাট্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তান শাসক ও তাদের বর্বরতার দৃষ্টান্ত, ভাষা নিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ, নিহত লাশ গুম করার মতো বাস্তবিক বিষয় উপস্থাপনের লক্ষ্যেই মূলত এই নাটকের জন্ম।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাবের ব্যবহার একটি বহুল পরিচিত ধারণা। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে যেসকল নাট্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছে তাদের অধিকাংশ নাট্যকর্মে প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষণীয়। তবে ক্রমান্বয়ে এই প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের লেখার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। ফলে নাটকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে। বাংলা নাটকের গোড়ায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) রচিত 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটক; দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীল দর্পণ' (১৮৬০); মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) রচিত 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩); দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) রচিত 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪); সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) রচিত 'লালসালু' (১৯৪৮) ইত্যাদি নাটক গুলোতে উল্লিখিত লেখকবৃন্দ প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্যের বহু উপাদানকে কেন্দ্র করে তাদের নাট্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন। তবে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যেসকল উপাদানের ব্যবহার করেছেন তাতে দেশীয় পাঠক সমাজের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কাজ রয়েছে যাতে সরাসরি কোথাও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'কবর' নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের স্বদেশি রূপান্তর নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। যেসকল কাজ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটির বিষয় অনেকটা এরূপ -

- ÔÔConflict and Recognition in Munier Choudhury's KoborÕÕ. (F. Rabbani, 2021)
- ÔÔKobor: A unique artistic representation of an unusual situationÕÕ. (Naznin Tithi, 2020)
- "মুনীর চৌধুরীর 'কবর' : ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রথম প্রতিবাদী নাটক।" (নাজিম উদ্দীন নাহিদ, ২০২০)

এসকল কাজে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের প্রেক্ষাপট, পটভূমি, রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, এতে বিদেশি কোনো নাটকের প্রভাব তিনি স্বীকার করেছেন কিনা এসব বিষয়ে উল্লেখ আছে কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই ধরনের প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা এখন অব্দি কেউ করেনি। এই গবেষণা অনুসন্ধানে তাই পূর্ববর্তী সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

'কবর' নাটকের কাহিনি আর পাঁচটা সাধারণ ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক কাহিনি নয়। রূপকের আড়ালেও অনেক বক্তব্য রয়েছে এই নাটকে। আর এই রূপকের আড়ালে নাটককে সজ্জিত করার জন্যই মূলত লেখকের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উপাদান সংগ্রহের প্রচেষ্টা ও তার নিখুঁত স্বদেশি রূপান্তরের বাস্তবায়ন। সম্পূর্ণ নাটকে প্রধাণত তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এর কাহিনি অগ্রসর হয়। কাহিনিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নিহত ভাষা-সৈনিকদের গোরস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে দিবাগত রাতে। আর এই কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্যে সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়। এই কুকর্ম সাধনের জন্যে ইন্সপেক্টর হাফিজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। নির্ঝঞ্ঝাট ও আড়ালে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ সমাধানের লক্ষ্যে নেতা নিজেই গোরস্থানে উপস্থিত হয়। এই নাটকের কাহিনি রাতের শেষ প্রহরে। ভোর হওয়ার পুর্বে সমস্ত কাজ সারতে হবে নেতা ও হাফিজকে। কিন্তু ঘটনার কেন্দ্রে সমস্যা তৈরি করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। ইসলাম ধর্ম মতে সবাইকে একই গর্ত করে পুঁতে ফেলা রীতিবিরূদ্ধ ও জঘন্যতম অপরাধ। ফলাফল স্বরূপ ফকিরের আগমন ও অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টি এবং নিহত লাশগুলোর মাধ্যমে কথোপকথন পর্ব রেখে মুনীর চৌধুরী একটি ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেন যা নিঃসন্দেহে তাঁর এই নাট্যকর্মকে ভিন্নমাত্রার সুনাম অর্জনে সহায়তা করেছে।

৩

'কবর' নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' এই দুইটা টার্ম সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাচ্য প্রভাবের দ্বারা ভারতীয় তথা দেশীয় উপাদান, যেমন - দেশীয় চিন্তাধারা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম এই সমস্ত প্রভাবকে বুঝায়। আর পাশ্চাত্য প্রভাব দ্বারা ইউরোপীয় তথা আমেরিকার ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, উত্তর-আধুনিক মতধারা, বিভিন্ন আধুনিক তত্ত্ব, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদির প্রভাবকে বুঝায়। এখন প্রশ্ন হলো মুনীর চৌধুরী একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে এই বিষয়গুলো দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর 'কবর' নাটকে এসব প্রভাবকে ঠিক কী পরিমাণে ও কতটা বিস্তৃত করেছেন। এর উত্তরে 'কবর' নাটকে ধারাবাহিকভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের স্বদেশি রূপান্তরের বিষয়টি তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তুলে ধরা হল। 'কবর' নাটকে প্রাচ্য প্রভাবের মাঝে যেসকল বিষয়কে লেখক অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে -

প্রাচ্য ইতিহাস ও ঐতিহ্য : ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক ইতিহাসের আশ্রয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি নাটক 'কবর'। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির মাধ্যমে দু'শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি মিললেও 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামে বাঙালিরা পুনরায় পরাধীনতার শেকলে নিজেদের আবদ্ধ করে। প্রাচ্যের এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি প্রতীকী নাটক রচনা মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যভান্ডারে নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক হিসেবে যুক্ত হয়েছে। তবে এই নাটক সম্পর্কে তিনি এও বলেছেন - 'শুধুমাত্র কবর নাটকটিতে একুশের তাৎপর্য খোঁজা হলে খানিকটা ভুলই বরং করা হবে। হয়তো আরো বেশী কিছু বলার চেষ্টা করেছি আমি। আরো বেশী কিছু।' (উদ্ধৃত, মুনীর চৌধুরী, ১৯৭৭ : ১৩৫)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এর মাধ্যমে লেখক নিজেই স্পষ্ট করে বলে দিলেন এই নাটক যদি ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক একটি সাধারণ নাটক হিসেবে আমরা গ্রহণ করি তাহলে এর ভেতরে থাকা অতিরিক্ত বার্তা আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যাবে। শুধুমাত্র ভাষা-সৈনিকদের নিহত লাশ দাফন নয়, তারই সঙ্গে একটি দেশের সরকার ব্যবস্থা, তার সঙ্গে যুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার প্রভাব, অধস্তন যারা আছে তাদের তোষামোদ, ভুক্তভোগীদের হাহাকার সমস্তটাই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন অবলীলায়।

প্রাচ্য নাট্য প্রতীকের প্রভাব : প্রাচ্য নাট্যসাহিত্যের অধিকাংশ স্থানে প্রতীকের আশ্রয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়া হত পাঠক সমাজের কাছে। কখনো কখনো এই বার্তা পাঠক সমাজ বুঝতে সক্ষম হলেও অধিকাংশ সময় তা আড়ালেই থেকে যেতো। শওকত ওসমান রচিত 'ক্রীতদাসের হাসি' (শওকত ওসমান, ২০১৬) উপন্যাসে তিনি আরব্য রজনীর কাহিনির আদলে মূলত তৎকালীন স্বৈরশাসক তথা পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ এবং নিরীহ বাঙালির উপর সংঘটিত নির্যাতন চিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সৌমিত্র শেখর বলেন -

> "বাদশা হারুন : একনায়ক সামরিক শাসক আইয়ুব খান, বন্ধু সেনাপতি মশরুর: আইয়ুব খানের বাধ্য সৈন্যবাহিনী ... তাতারী : পূর্ব পাকিস্তানের মেহনতি-শ্রমজীবী মানুষ, মেহেরজান : বাংলার স্বাধীনতা - যা তুর্কি, মোগল, ব্রিটিশ, পাকিস্তানীদের কাছে বার বার হাত বদল হয়েছে, কবি নওয়াস ইসহাক: বাংলার কবি, শিল্পী, সংস্কৃতিবান মানুষের প্রতিনিধি।" (সৌমিত্র শেখর, ২০০২: ১৪৫)

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর' কিংবা সেলিম আল দীনের 'চাকা' এসব প্রতীকী নাটকেও কাহিনির অন্তরালে লুকিয়ে আছে গভীর গূঢ় তথ্য-উপাত্ত। 'কবর' নাটকটিতেও মুনীর চৌধুরী প্রতীকী বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বেশ কিছু ঘটনা, কার্যক্রম ও চরিত্রের মাধ্যমে। ভাষা-সৈনিকদের নিহত লাশগুলো ইন্সপেক্টর হাফিজের মাধ্যমে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া ও একই গর্তে সবগুলো লাশ দাফন করার বিষয়টি তৎকালীন সরকারের অন্যায় কাজকে ধামাচাপা দেওয়ার বিষয়টিকেই নির্দেশ করে। তোষামোদকারী দালাল, রাজাকার হিসেবে ইন্সপেক্টর হাফিজ চরিত্রটি প্রতীয়মান হয় পাঠক সমাজে। নেতার সংলাপ –

> "নেতা : Resourceful officer! আপনার নামটা মনে রাখতে হবে। সকালে পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেণ্ডেশন লিখে দেবো।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫১)

নেতার মাধ্যমে পাকিস্তানি অফিসারদের সেই প্রলোভন দেখানোর চিত্রই ধরা পড়ে উক্ত দৃশ্যে। বাঙালির দুর্ভোগ ও তাদের অধিকার আদায়ের জন্য উচ্চারিত আওয়াজকে দমন করার পাক-বাহিনীর যে প্রয়াস তাও ধরা পরে উক্ত নেতার সংলাপে-

> "নেতা : পুঁতে ফেল। দশ পনেরো-বিশ-পঁচিশ হাত-যত নিচে পারো। ... কোনদিন যেন আর উপরে উঠতে না পারে। ... যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫৪)

'কবর' নামের মধ্যে দিয়েও লেখক তখনকার সময়ের একটা প্রতীকী চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কবর সাধারণত মানুষের মনে একটা ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাঙালীর মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছিল ১৯৭১ সালের পূর্ব সময় পর্যন্ত। আর লেখকের সফলতাই এখানে যে, তিনি খুবই নিখুঁতভাবে এই বিষয়টি তাঁর লেখায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

ধর্মীয় দর্শন ও চিন্তাধারা : 'কবর' নাটকে প্রাচ্যের সুপরিচিত উপাদান ধর্মীয় দর্শনের প্রয়োগও রয়েছে। ইসলাম ধর্ম মতে, প্রতিটা মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফনের কাপড়ে আবৃত করা এবং জানাজা সম্পন্ন করে দাফন করার যে রীতি রয়েছে তার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

গোর-খুঁড়ের দল যারা আছে তারা এই রীতিকে প্রচন্ড বিশ্বাস করে বলেই তারা একই গর্তে সব লাশ একত্রে দাফন করার বিরূদ্ধে আওয়াজ তুলে যা হাফিজের ভাষ্যে তুলে ধরা হয়েছে -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "হাফিজ : এ্যা? ওহ। ইয়ে-মানে, ঐ গোর-খুঁড়ে! বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা "কভি নেহি।" বলে কিনা মুসলমানের মূর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই-তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হতে পারে না, "কভি নেহি!" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫১)

এছাড়াও ফকির এর ধর্মীয় দৃষ্টিতে মৃত্যুর পর কবর পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও প্রাচ্যের ধর্মীয় চিন্তাধারার লক্ষণ। ফকিরেরে কথায় তা স্পষ্ট –

> "মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫২)

আধ্যাত্মিকতা : মুনীর চৌধুরীর স্বদেশি স্পর্শে প্রাচ্যের উপাদান ব্যবহারের অভিনব দক্ষতা প্রকাশ পায় এই অংশে। 'কবর' নাটকটির নামের মাঝেই রয়েছে একটি ভৌতিক আবহ। এখানে কবরস্থান, মূর্দা তথা লাশের উপস্থিতি, আলো-আঁধারি পরিবেশে হঠাৎ করেই লাশগুলোর কথোপকথনের মাধ্যমে লেখক খুব সফলতার সাথে আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে মৃত লাশের মুখে উচ্চারিত শব্দগুলো প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণের সাথে সম্পৃক্ত। সত্যের বাণী মৃত্যুর পরেও উঠে আসে, কখনও চাপা থাকে না। এই নাটকে লেখক সেই বিষয়েরই জানান দিলেন স্পষ্ট সংলাপে -

> "মূর্তি (২) : আপনি মিথ্যাবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২ : ৬০-৬১)

এখানে মৃত ব্যক্তির সংলাপ দ্বারা একইসাথে ভৌতিক আবহ ও আধ্যাত্মিক সত্যোচ্চারণ প্রকাশিত হয়েছে যা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক প্রতীক সমৃদ্ধ উপাদানেরই স্বদেশি রূপান্তরের প্রমাণ।

প্রাচ্যের লোকনাট্যের প্রভাব : প্রাচ্যের লোকনাট্য কিংবা যাত্রাপালা, মঞ্চনাটকের মতো উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুনীর চৌধুরী তাঁর 'কবর' নাটকে শ্মশান-কেন্দ্রিক প্রতীকী আখ্যানের মতো নিজের নাট্যশিল্পে মঞ্চ হিসেবে স্থান নির্ধারণ করলেন স্বদেশি ধাঁচে নির্মিত কবরস্থান কিংবা গোরস্থান। এই রহস্যময় মঞ্চ তৈরি এবং সেখানে মৃত লাশদের পুনরুত্থান ও তাদের মাধ্যমে ইতিহাসের সত্য অকপটে উচ্চারণ করানো কোনো দুঃসাহসিক কর্ম অপেক্ষা কম নয়। প্রাচ্যের চিরপরিচিত উপাদান শ্মশানকে বাঙালির সুপরিচিত কবরস্থানের মাধ্যমে যে রূপান্তর তিনি দেখিয়েছেন এখানেই তাঁর স্বদেশি রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচ্যের ভাষাগত প্রভাব : 'কবর' নাটকে ভাষা ব্যবহারে লেখক প্রাচ্যের অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভাষাকে স্বদেশি ভাষার সঙ্গে একই সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করেছেন। কোথাও চলিত, কোথাও হিন্দি কিংবা কোথাও আঞ্চলিক ভাষার যে সংমিশ্রণ তাতে শ্রেণিভেদে বিভিন্ন স্তরের ভাষা পরিলক্ষিত হয়। যেমন -

> "হাফিজ : এ্যা? ওহ। ইয়ে-মানে, ঐ গোর-খুঁড়ে! বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা "কভি নেহি।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫১)

এখানে 'কভি নেহি' শব্দগুচ্ছ হিন্দি ভাষা থেকে আগত। যার বাংলায় পরিবর্তিত রূপ হতে পারত - কভি নেহি > কখনোইনা। এছাড়া অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় –

> "কবর। পুরান কবর হইব! একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই ভস কইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৪৮)

এখানে এই আঞ্চলিক শব্দগুলোর বাংলা রূপ হতে পারত এরূপে - পুরান>পুরাতন, হইব>হবে, ঠোসা>স্বল্প গভীর, আছিল>ছিল, বুইঝা>বুঝে, কইরা>করে, ঢুইকা>ঢুকে। নাটকে হাফিজ, নেতা, ফকির, গোর-খুঁড়ে দল প্রত্যেকের শ্রেণি অনুসারে তাদের ভাষা বৈচিত্র্যে প্রাচ্য ভাষারীতির প্রভাবকে লেখক সুনিপুণ দক্ষতার সাথে স্বদেশি ধাঁচে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধুনিক নাট্যশিল্প সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশাল ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিদ্যমান। ১৭৫৩ খিস্টাব্দে একটি ইংরেজি নাটক মঞ্চায়নের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই ক্রমান্বয়ে বাংলা নাট্যশিল্পের যাত্রাপথের শুরু। ফলাফল স্বরূপ বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকই পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টিকর্ম রচনায় সফলতার শিখরে পৌঁছে গেছেন নিঃসন্দেহে। শুরুর দিকের একজন হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এর সাহিত্যসম্ভারের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে তিনি যে সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যেও রয়েছে পাশ্চাত্য প্রভাব। যেমন - শেক্সপীয়রের 'Comedy Of Errors' অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' নামক উপন্যাস। তবে ভারতবর্ষ বা বাংলার লেখক যারাই পাশ্চাত্য প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন তারা নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি ও তাঁর কবিতা কিংবা নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভাবকে সচেতনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সেটা হোক তাঁর কমেডি নাটক 'পদ্মাবতি' (১৮৬০) কিংবা ট্র্যাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। একই ধারা পরিলক্ষিত হয় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আনুমানিক ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে কয়েকজন প্রগতিশীল মার্কিন সৈনিকদের পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়েই তাদের আলাপচারিতা হত। তাদের সঙ্গে থেকেই তাঁর আমেরিকার সাহিত্য পাঠের সুযোগ হয়। সেই সময়টাতে তিনি বিখ্যাত মার্কিন নাট্যকার Irwin Shaw এর 'Bury The Dead' (Irwin Shaw, 1950) নাটকটি পড়েছেন। সম্ভবত এই নাটকের একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তাঁর মধ্যে রয়ে গেছে। ফলে নাটকটি পাঠের দীর্ঘ নয় বছর পরেও যখন তিনি 'কবর' নাটকটি রচনা করেছেন তার মাঝে পূর্বোক্ত পাঠের প্রভাব সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তবে মুনীর চৌধুরীর এই নাটকে 'Bury The Dead' এর প্রভাব খানিকটা থাকলেও বিষয়বস্তু, ঘটনাস্থান, ভাষা, তাৎপর্য ও উপস্থাপনরীতি সমস্ত দিক থেকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। তিনি কোনো স্থান, ঘটনা কিংবা কাহিনি দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও স্বকীয়তা রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার দিক থেকে অন্য একটি নাটকের (রক্তাক্ত প্রান্তর) প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত অনেকটা এরূপ—

> "নাটকের স্বভাব ও অন্তরের আচরণ ও উক্তির বিশিষ্ট রূপায়ণে আমি অন্যের নিকট ঋণী নই। আমার নাটকের চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা সংস্থাপন ও সংলাপ নির্মাণের কৌশল আমার নিজস্ব।" ('মুনীর চৌধুরী রচনাবলী', ১৯৮২: ৫৮)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লেখক পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য যে প্রভাব দ্বারাই প্রভাবিত হোক না কেন তিনি তাঁর লেখায় স্বকীয়তা বজায় রেখেই সাহিত্যকর্ম নির্মাণ করেছেন। তাই 'Bury The Dead' এর প্রভাব কতটুকু তাঁর 'কবর' নাটকে উঠে এসেছে তা তুলনামূলক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে আলোচনা করে দেখার বিষয়।

কাহিনি ও পটভূমিগত বিশ্লেষণ : 'Bury The Dead' নাটকটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এই নাটকটি রচিত। এই আন্দোলনের নিহত সৈন্যরা কবরে শায়িত হতে চায় না। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের কবরে যেতে অনুরোধ করে। আর 'কবর' নাটকটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এখানে নিহত লাশকে কবরে যেতে অনুরোধ করে বিরুদ্ধ শক্তির নেতৃবৃন্দ। কাহিনিগত দিক থেকে এখানে আন্দোলন কেন্দ্রিক পটভূমির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে দুই নাটকের মাঝে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় মুনীর চৌধুরী মূলত পাশ্চাত্য 'বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকে' স্বদেশি স্পর্শে আমাদের দেশীয় ইতিহাসের সমৃদ্ধ 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছেন। এছাড়া আত্মীয়-স্বজনদের স্থানে তিনি অভিনবত্ব এনেছেন বিরুদ্ধ শক্তির নেতৃবৃন্দ ব্যবহার করে। ভাষা আন্দোলনে এই বিরুদ্ধ শক্তির নেতৃবৃন্দ দ্বারা তিনি পুরো পাকিস্তান সরকার ও তাদের কুকর্মকে তুলে ধরেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চরিত্র ও সংলাপগত বিশ্লেষণ : 'Bury The Dead' নাটকের চরিত্রগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব এখানের চরিত্রগুলো সরাসরি বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত চরিত্র। আর 'কবর' নাটকের চরিত্র চিত্রায়ণে তিনি আমাদের দেশীয় মানুষের মূলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রেখেই অঙ্কন করেছেন। যেমন -

'Bury The Dead' নাটকের চরিত্র :

- FIRST CORPSE, SECOND CORPSE etc.
- FIRST GENERAL
- REPORTER

'কবর' নাটকের চরিত্র :

- মূর্তি, মূর্তি (২) ইত্যাদি
- হাফিজ, নেতা
- ফকির

চরিত্রগুলোর সংলাপের মাঝেও লেখক স্বদেশি রূপান্তরের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। বিষয়টি চরিত্রগুলোর সংলাপের মাধ্যমে দেখানো হল –

> "REPORTER : You can't put them down. Put one down and ten will spring up like weeds in an old garden." (Irwin Shaw 1950: 749)
> "ফকির : এ মূর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন - এ মূর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫৫)
> "FIRST CORPSE : Don't bury us. We don't want to be buried." (Irwin Shaw 1950: 743)
> "মূর্তি : কবরে যাব না। এখানে থাকব।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫৯)

চরিত্রগুলোর সংলাপ পর্যবেক্ষণ করলেই স্পষ্টত পাওয়া যায়, বাংলার সাদামাটা মানুষের মুখের ভাষা তথা কথ্য ভাষাকেই লেখক সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সংলাপ বিবেচনায় 'Bury The Dead' এর চরিত্রগুলোর সংলাপ এর সাথে 'কবর' নাটকের চরিত্রগুলোর সংলাপ ভাবগত দিক থেকে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও এখানে লেখক হুবহু অনুবাদ করেছেন কিংবা অনুকরণ করেছেন একথা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'কবর' নাটকের মাঝে পাশ্চাত্যের আর যেসকল দিক মুনীর চৌধুরী তুলে ধরেছেন তার মধ্যে রয়েছে -

রিয়ালিজম বা বাস্তববাদের প্রভাব : জগৎ, জীবন ও প্রকৃতির বাস্তবনির্ভর ঘটনাকে যথাযথরূপে চিত্রিত করাই বাস্তববাদের মূল উদ্দেশ্য। চতুর্দশ শতকের ইংরেজ কবি চসার রচিত 'The Canterbury Tales' ছিল সমাজবাস্তবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে বিস্তৃত পরিসরে এই বাস্তববাদী আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল উনিশ শতকের উপন্যাস-সাহিত্যে, প্রধানত ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে। সমকালীন জীবনের বাস্তব ঘটনার যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনই বাস্তববাদের মূল বৈশিষ্ট্য। নাটকের ক্ষেত্রে এই প্রভাব প্রসঙ্গে কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করা যাক -

> "নাটক ও চলচ্চিত্রে 'বাস্তববাদ'-এর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রকমফের দেখেছি আমরা। বার্নার্ড শ-এর পাশাপাশি এই শতকের প্রারম্ভে গলসওয়ার্দী, গ্র্যানভিল-বার্কার প্রমুখ তাঁদের নাটকে সমাজবাস্তবতার চিত্রণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।" (কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫ : ৪৩৫)

'কবর' নাটকে পাশ্চাত্যের বাস্তববাদী ধারণার প্রভাবকে লেখক সীমিত পরিসরে প্রয়োগ করেছেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটনার যে অগ্রসরতা, ভাষা সৈনিকদের লাশের শেষ ঠিকানার অজানা রহস্য, নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক প্রভাব-এই বিষয়গুলো বাস্তবতার নিরিখে তিনি প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন বলেই এখানে 'রিয়ালিজম তথা বাস্তববাদের' প্রভাব লক্ষণীয়।

এক্সপ্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদ : এক্সপ্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদ এর মূল লক্ষ্য বাস্তবজগতের কোনো ঘটনা বা রূপকে সরাসরি ফুটিয়ে না তুলে লেখকের অন্তর্জগতের আবেগ-অনুভূতির অবাধ মিশ্রণরূপে প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন -

> "অনুভূতির প্রকাশমাধ্যম রূপে রূপক-প্রতীক বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল 'এক্সপ্রেশনিস্ট' শিল্পকলা ও সাহিত্যে।" (কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫: ৪০৫)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখানে বিদ্যমান ঘটনার পটভূমি বাস্তবে সংঘটিত ঘটনার আলোকে হলেও 'কবর' নাটকে বিদ্যমান চরিত্রগুলো এবং চরিত্রের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক বিষয় প্রায় সমস্ত ব্যাপারগুলো লেখক আকারে, ইঙ্গিতে ও প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। যেমন -

- কবর - তৎকালীন সময়ের ভীতিকর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বুঝাতে এই নামের প্রতীকী ব্যবহার।
- মূর্তি - সৈনিকদের লাশ, যাঁরা বেঁচে থাকাকালীনও লড়াই করেছে এবং মারা যাওয়ার পরেও সত্য উচ্চারণ করতে উঠে এসেছে। যা চরিত্রের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।
- নেতা - প্রতীকী নামে তখনকার প্রভাবশালী ও দুর্নীতিবাজ শক্তির চিত্রায়ণ।
- হাফিজ - তোষামোদকারী সকল দালাল, রাজাকারদের প্রতীকী চরিত্রায়ন।
- ফকির - অন্যায়ের বিরূদ্ধে প্রতিবাদী সকল কণ্ঠস্বরের প্রতীক।

উপর্যুক্তভাবেই মুনীর চৌধুরী তাঁর 'কবর' নাটকে নিখুঁত দক্ষতার সাথে 'এক্সপ্রেশনিজম' এর বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

অ্যাবসার্ড নাট্য প্রভাব : নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সজ্জিত নাটকের বিপরীতে পাশ্চাত্যের আধুনিক নাট্যচর্চার ফসল হল এই অ্যাবসার্ড নাটক। বিষয়, ঘটনা, আঙ্গিক, চরিত্রায়ন কিংবা মঞ্চায়ন সকল দিক থেকে যে সকল নাটকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় যা মহাযুদ্ধের পরবর্তী জীবনদর্শন ও ক্রমাগত প্রশ্নপর্বের মাধ্যমে নির্মিত তাকে অ্যাবসার্ড নাটক বলা চলে। এধরণের নাটক সম্পর্কে বলা যায় -

> 'Nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful.' (কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫: ১৬৫)

তবে 'কবর' নাটকে খুবই সীমিত পরিসরে লেখক স্বদেশি স্পর্শে অ্যাবসার্ডধর্মী ব্যাপারটাকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ফকির চরিত্রের মানসিক ভারসাম্যহীনতার বিষয়টিকে কাজে লাগিয়েছেন। হাফিজ তার পরিচয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে-

> "মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি।" (মুনীর চৌধুরী, ২০২২: ৫২)

ফকিরের এই কথা উদ্ভট ও হাস্যকর বলে মনে হলেও তার এমন অবস্থার পেছনে রয়েছে তার পরিবারের ট্র্যাজিক মৃত্যু। তাছাড়া লাশের পুনরুত্থান ও সত্যোচ্চারণ ও কেমন অকল্পনীয় ও অবাস্তব বলে মনে হয়। তাই 'কবর' নাটকে অ্যাবসার্ডধর্মী ব্যাপারটা মূলত খুবই সীমিত পরিসরেই তিনি তুলে ধরেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

এপিক থিয়েটার এর প্রভাব : বার্টল্ট ব্রেখট নির্মিত নতুন একধরণের নাট্যপদ্ধতি যেখানে নাটকের মঞ্চায়নে দর্শক আবেগে ভেসে না গিয়ে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাজগতকে জাগ্রত করতে সক্ষম হবে তাকে এপিক থিয়েটার বলে। এটি মূলত থিয়েট্রিকালিজম (Theatricalism) ও এলিয়েনেশন (Alienation) এই দুই পন্থায় দর্শককে জাগ্রত রাখে। থিয়েট্রিকালিজমের মাধ্যমে নাটক দেখে দর্শক এ বিষয়ে সচেতন থাকতে বাধ্য হবে যে তারা যা দেখছে তা কেবলই থিয়েটার তথা মঞ্চায়িত একটি নাটক, বাস্তব জীবন নয়। এরই মাধ্যমে এই সচেতনতা তাদের বিচ্ছিন্ন রাখে থিয়েটার থেকে ও মঞ্চায়িত বিষয়ে তাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে এবং তার আড়ালে থাকা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়তা করে। মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটকে এই এপিক থিয়েটার এর প্রভাব বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। এখানে ঘটমান কাহিনির পটভূমি বাস্তবতার নিরিখে নির্মাণ করলেও ঘটনায় লেখক নিজস্ব শৈলীতে চরিত্রায়ন, আলো-আঁধারি পরিবেশ ও দৃশ্যকল্প বজায় রাখা ও ঘটনার অগ্রসরতায় দর্শকের বিবেককে বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে দর্শক ভাবতে বাধ্য হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নিহত সৈনিকদের হত্যায় ও নিখোঁজ হওয়ায় কাদের ষড়যন্ত্র বিদ্যমান, তারা মৃত ব্যক্তির জীবন্ত হয়ে কথা বলা ও প্রতীকী মাধ্যমগুলো সম্পর্কে ক্রমাগত চিন্তা করতে বাধ্য হয়। নিহত সৈনিকদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দাফন করার ক্ষেত্রে, আবেগের স্রোতধারায় তারা ভেসে না গিয়ে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রতিক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকে। আর এখানেই মুনীর চৌধুরীর ব্রেখটীয় এপিক থিয়েটারের প্রভাব প্রয়োগের সফলতা নির্ভর করছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 357 - 366
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫

একজন প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও সচেতন লেখক হিসেবে তিনি তার তাঁর জীবদ্দশায় সর্বদা চেষ্টা করে গেছেন যাতে তাঁর লেখা সমাজের সকল কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতা থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। তাঁর মতে প্রগতিশীল ও উদারমানবিক কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী লোকেরা বাঁকা চোখে দেখে। তবুও কালের স্রোতে তিনি নিজের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দেননি। তাঁর একাঙ্কিকা নাটক 'কবর' রচনার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতাকে তুলে ধরেছেন খুবই স্পষ্ট ভাষায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের যে অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ তিনি দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। তাঁর প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত উপাদান, তা হোক ইতিহাস, ঐতিহ্য কিংবা ধর্ম, দর্শন সমস্ত দিকেই তিনি তাঁর স্বদেশি রূপান্তরের দিকটি বজায় রেখেছেন। পাশ্চাত্য প্রভাবেও তাই ঘটেছে। ফলে সকল দিক বিবেচনায় তাঁর নাটকের মৌলিকত্ব তথা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে বহুমাত্রায়। তাই 'কবর' নাটককে কেউ যদি অন্য কারো প্রভাবান্বিত সাহিত্যকর্ম বলে প্রচার করে তবে তা লেখকের লেখার প্রতি অবমাননা করা হবে। লেখক প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যেই ধারারই উপাদানে তাঁর নাটকটি সজ্জিত করুক না কেন সেখানে তিনি শতভাগ স্বদেশি ছোঁয়া বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। মুনীর চৌধুরীর জীবন অভিজ্ঞতাপুষ্ট এই একাঙ্কিকার সমাজ কাঠামোর যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তিনি যেভাবে চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন ঠিক তেমনি ভাষাগত শৈলী নির্মাণেও বজায় রেখেছেন সরলতা ও প্রাঞ্জলতা। চরিত্রের প্রয়োজনে কয়েক জায়গায় ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার তাঁর এই লেখার মানকে সমৃদ্ধ করেছে বিপুলভাবে। তাই মুনীর চৌধুরী কেবল একটি নাম নয়, তিনি এমন এক নির্মাতা যাঁর জীবনদৃষ্টি ও আধুনিক চেতনাসম্পন্ন মানসিকতা স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী ও অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। যাঁর নাটকে বিদ্যমান প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাব হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ নয় বরং দেশীয় রীতিতে বাঙালী পাঠকের মনোপযোগী এক অবিশ্বাস্য সৃষ্টিকর্ম।

Bibliography:

আ ন ম গোলাম মোস্তফা (২০২৫), *'অন্তরঙ্গ আলোকে'*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা।

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৫), *'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'*, রত্নাবলী প্রকাশন, কলকাতা।

নাজিম উদ্দীন নাহিদ (২০২০), "মুনীর চৌধুরীর *'কবর'*: ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রথম প্রতিবাদী নাটক", https://archive.roar.media/bangla/main/literature/review-of-kobor-by-munir-chowdhury

মুনীর চৌধুরী (১৯৭৭), আলী ইমাম গৃহীত *'কবর'* প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, থিয়েটার, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

------- (১৯৮২), *'মুনীর চৌধুরী রচনাবলী'* (১ম খণ্ড), (সম্পাদক: আনিসুজ্জামান), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

------- (২০২২), *'কবর'*, আহমদ পাব্লিশিং হাউস, ঢাকা।

মমতাজউদ্দীন আহমদ (১৯৯৬), *'হৃদয় ছুয়ে আছে'*, কাশবন প্রকাশন। ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০১৬), *'ক্রীতদাসের হাসি'*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

সৌমিত্র শেখর (২০০২), 'ক্রীতদাসের হাসি'-র প্রতীকধর্ম ও শিল্প - কুশলতা, সাহিত্য পত্রিকা - *Shahitto potrika*, University of Dhaka 46(1) DOI: https://doi.org/10.62328/sp.v46i1.346

F. Rabbani (2021), "Conflict and Recognition in Munier Choudhury's Kobor", DOI: https://doi.org/10.3329/spectrum.v16i100.61064 (*Spectrum*, Volume 16, June 2021: 40-52)

Irwin Shaw (1950), *'Bury The Dead'*, *Twenty Best Plays of The Modern American Theatre,* 16th printing, Crown Publishers, New York.

Naznin Tithi (2020), The Daily Star, "Kobor: A unique artistic representation of an unusual situation" (Translation of an interview), '*Munier Chowdhury Rachana Shamagra-1*.'